দৈনিক সংবাদ

..004

তারিখ 25 JUN 1988
পৃষ্ঠা ... 7 কলাম 1

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত জনৈক আবদুল করিম চৌধুরীর ''ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের আন্দোলন প্রসঙ্গে'' শীর্ষক চিঠির মিথ্যা ও অযৌক্তিক তথ্যগুলো জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে নিম্নে পেশ করছি।

(১) পত্রলেখক যুক্তি দেখিয়েছেন, যেহেতু একজন ছাত্র ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর ৩ বছরের অনার্স কোর্স অথবা ৩ বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হতে পারেন--কাজেই একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে একজন ইন্টারমিডিয়েটের সমান মনে করা ঠিক নয়। সম্ভবত: তিনি একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে একজন অনার্স পাসের সমান ভাবতে চেয়েছেন। আমরা সবাই জানি যে, ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা এসএসসি পাস--ইন্টারমিডিয়েট নয়। কাজেই ইন্টারমিডিয়েট কেন, কেউ যদি স্নাতক অথবা মাষ্টার ডিগ্রী পাস করে ডিপ্লোমা পড়তে চায় সেটা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। তাছাড়া যেহেতু বিশ্বের কোথাও ইন্টারমিডিয়েট এবং স্নাতক ডিগ্রীর মধ্যবর্তী কোন ডিগ্রী নেই, কাজেই একজন ডিপ্লোমাধারী অবশ্যই ইন্টারমিডিয়েটের সমান।

(২) চৌধুরী সাহেব এ,এম, আই,ই কোর্সকে পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের বলেছেন; কিন্তু আমরা জানি উক্ত কোর্স কেউ শেষ করলে তাকে ডিগ্রী প্রকৌশলীর সমতুল্য ধরা হয়।

(৩) ডিপ্লোমা এবং স্নাতক প্রকৌশল কোর্সে ৪৭টি মৌলিক বিষয়ে একই বই পড়ানো হয়--চৌধুরী সাহেবের এই তথ্য পড়ে শুধু শিক্ষিতসমাজই নয়, অনেক ডিপ্লোমাধারীও হেসে থাকবেন।

(৪) স্নাতক প্রকৌশলিগণ গবেষণা, ডিজাইন এবং প্লানিংয়ে পারদর্শী--কথাটি স্বীকার করলেও Execution-এর ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি চৌধুরী সাহেব। তিনি না বললেও এটা ধ্রুব সত্য যে, স্নাতক প্রকৌশলিগণ নিশ্চিতভাবে Execution পারদর্শী।

(৫) শুরুতে নিরপেক্ষ তথ্যের কথা বললেও বিভিন্নভাবে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে স্নাতক প্রকৌশলীদের সম্পর্কে। তার নিশ্চয়ই অজানা নয় এদেশে এখনও কি ধরনের ছেলেরা স্নাতক প্রকৌশলে পড়াশুনা করে বা করার সুযোগ পায়। এস, এস, সি এবং এইচ, এস,সিতে সবচেয়ে কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রছাত্রীরা কোথায় পড়াশুনা করে তা জানা থাকলে স্নাতক প্রকৌশলী অথবা চিকিৎসক সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য করার দুর্মতি তার হত না। এখনও এদেশে সবচেয়ে মেধাবী এবং কৃতী ছাত্রদের আকাঙ্ক্ষা একজন স্নাতক প্রকৌশলী হওয়া অথবা চিকিৎসক হওয়া অথবা কৃষিবিদ হওয়া অথবা কোন বিষয়ে অনার্স নিয়ে পড়াশুনা করা, কিন্তু ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া নয়।

(৬) আন্দোলনরত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের অসংখ্য অযৌক্তিক এবং অবৈধ দাবীগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ''তিন বছর চাকরি করার পর যে কোন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে নবনিযুক্ত একজন স্নাতক প্রকৌশলীর সমতুল্য গণ্য করতে হবে''--এটি একটি উদ্ভট এবং অবাস্তব দাবী।

(৭) স্নাতক প্রকৌশলী, চিকিৎসক এবং কৃষিবিদদের পূর্ববর্তী আন্দোলন প্রসঙ্গে লেখক মন্তব্য করেছেন, সেদিন নাকি প্রকৌশলী চিকিৎসক এবং কৃষিবিদগণ বাধ্য হয়ে কাজে যোগদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই ''বাধ্য হয়ে নয়, একটি অগণতান্ত্রিক সরকারের একগুয়েমির মুখে সচেতন দেশপ্রেমিক হিসেবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে তাদের নিজেদের স্বার্থ উপেক্ষা করে আপন দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র।

সবশেষে বলতে চাই বর্তমান যুগ প্রযুক্তির যুগ। প্রযুক্তিবিদদের সঠিকও সফল মূল্যায়ন ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন যেমন সম্ভব নয়--আমাদের দেশেও যতই উন্নয়নের জন্যে চিৎকার উঠুক না কেন, প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিবিদদের সঠিক মূল্যায়ন না হওয়া পর্যন্ত বাস্তব উন্নয়ন সম্ভব হবে না।

মির্জা আল জুবেরী
কোর্টপাড়া, রাজবাড়ী
জেলা : রাজবাড়ী।

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...